রোযার সত্তরটি (৭০) মাসয়ালা - মাসায়েল

সংকলনে ঃ মুহাম্মদ সলেহ আল - মুনাজ্জেদ
ভাষান্তরে ঃ সরদার মুহাম্মদ জিয়াউল হক

٧٠ مسألة في الصيام

إعداد الشيخ : محمد بن صالح المنجد
ترجمة : سردار محمد ضياء الحق

المكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدة
جدة - طريق مكة القديم - كيلو ١٣ خلف مصرف الراجحي ص. ب : (١٠٢١٣٧) جدة (٢١٣٢١) هاتف : (٦٢٠٠٠٠٥) تحويلة (١١١)
فاكس : (٦٢٤٠٢٩٨) القسم النسائي : (٦٢٤٤٤٤٢) رقم الحساب العام : (٢٧٨٦٠٨٠١٠٠٧٤٠٠٧) مصرف الراجحي

রোযার সত্তরটি

৭০

মাসয়ালা - মাসায়েল

সংকলনে ঃ মুহাম্মদ সলেহ আল - মুনাজ্জেদ
ভাষান্তরে ঃ সরদার মুহাম্মদ জিয়াউল হক

سبعون مسألة في الصيام

(باللغة البنغالية)

إعداد / الشيخ محمد صالح المنجد
ترجمة / سردار محمد ضياء الحق

প্রকাশনায়ঃ ইসলামী দাওয়াত ও নির্দেশনা সহযোগী অফিস, রওদাহ।
The Cooperative Office for Call & Guidance at Rawdhah Area.
P.O. Box No- 87299. Riyadh - 11642. K.S.A.
Tel. 4918051. Fax - 4970561.

অনুবাদকের কথা

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি হল রমাযান মাসে সিয়াম পালন করা । এই মাসেই মহাগ্রন্থ আল - কুরআন নাযিল হয় । সওম বা রোযা তাকওয়া - পরহেযগারীর সর্বত্তম বাহন । মহান আল্লাহ মুমিন - মুসলমানদেরকে দুর্বল করার জন্য মাস ব্যাপী রোযা ফরয করেননি । রমাযান মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সর্ব শক্তিমান আল্লাহর বান্দারাই বিজয় লাভ করে । ঈমানদারগণ আল্লাহর কোন বিধানকেই অকল্যানকর মনে করে না ।

সিয়াম বা রোযা প্রসংগে জ্ঞাতব্য অনেকগুলো জরুরী মাসয়ালা - মাসায়েল; কুরআন - হাদীস ও যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণের ফতওয়ার উপর ভিত্তি করে

" سَــبعون مَســألة في الصِّــام " প্রণয়ন করেছেন সৌদী আরবের বিশিষ্ট আলেম সম্মানীত শায়খ মুহাম্মদ সলেহ আল-মুনাজ্জেদ । আরবী " সাবাউনা মাসয়ালা ফিস্ সিয়াম " এর বংগানুবাদ "রোযার সত্তরটি মাসয়ালা - মাসায়েল" বাংলা ভাষী পাঠকদের খিদমতে পেশ করতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি । আসল পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত সংস্করণে পুরো সত্তরটি মাসয়ালার উল্লেখ নেই । এটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণেরই অনুবাদ সুতরাং এখানেও সেগুলো আলোচনা করা হয়নি । তবে পুস্তিকার নামের সাথে সংগতি রেখে বিবৃত মাসয়ালা সমুহকে সংখ্যানুপাতে বিন্যস্ত করে ৭০ টি পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে ।

উল্লেখ্য যে, এটি সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ । অনুবাদ, মুদ্রণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে সহীহ-শুদ্ধভাবে ইবাদত - বন্দেগী করার তৌফিক দিন । আমীন ।

১৮/০৫/১৪২০ হিজরী
২৯/০৮/১৯৯৯ ঈসায়ী

সরদার জিয়াউল হক
রিয়াদ, সৌদী আরব ।

বিষয় সূচী

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। আল্লাহরই কাছে সাহায্য, ক্ষমা ও হেদায়েত কামনা করছি । আমাদের সর্ব প্রকার ক্ষতি ও মন্দ কাজ হতে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি । আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না, আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন তাকে কেউ হেদায়েত করতে পারে না । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য ইলাহ (মা'বুদ) নেই এবং (কোন ক্ষেত্রেই) তাঁর কোন শরিকও নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল ।

অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দার উপকারের জন্য ভাল কাজের একটি মওসুম উপহার দিয়েছেন। এই মওসুমে ভাল কাজের সওয়াব বেড়ে যায় ও মন্দ কাজ মুছে যায় এবং বান্দার মান - মর্যাদা বৃদ্ধি পায় । মোমেনদের হৃদয়-মন মাওলার দিকে আবিষ্ট হয় --। আল্লাহর ফরযকৃত ইবাদত সমূহের মধ্যে রমাযান মাসে রোযা পালন করা একটি অন্যতম ইবাদত । আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

"তোমাদের উপর (রমাযান মাসে) সওম ফরয করা হয়েছে যেমন ভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল । আশা করা যায় যে, তোমরা তাকওয়া - পরেহেযগারী অর্জন করতে পারবে" ।

(সূরা আল বাক্বারাহ - ১৮৩)

রোযা যেহেতু বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, সেহেতু রোযার সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম আহকাম সমূহ জেনে নেয়া আবশ্যক।

মুসলমানদের উচিৎ ফরয, ওয়াজিব সমূহকে জানা ও পালন করা, হারাম সমূহকে বর্জন করা আর যেগুলো মুবাহ (জায়েয) সেগুলো থেকে নিজেকে বিরত রেখে মনকে খামাখা সংকোচিত না করা।

এই পুস্তিকাটিতে রমাযানের হুকুম - আহকাম ও আদব সমূহ সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আশা করি মহান আল্লাহ আমাকে এবং আমার মুসলিম ভাইদেরকে এটার দ্বারা উপকৃত করবেন । সমস্ত প্রসংশা একমাত্র আল্লাহরই জন্য যিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের রব - প্রতিপালক ।

সিয়াম বা রোযার অর্থ ঃ

(১) আভিধানিক অর্থ হল : - বিরত রাখা, আবদ্ধ রাখা । পারিভাষিক আর্থ হল : - নিয়্যতের সাথে সুবহে সাদেক (ফজরের ওয়াক্তের প্রথম) হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সব ধরণের রোযা ভঙ্গকারী যেমন- পানাহার, জৈবিক ও শাররীক - কোন কিছু ভোগ করা থেকে বিরত থাকা।

সিয়ামের শর'য়ী হুকুম ঃ

(২) রমাযান মাসে সওম (রোযা) ফরয হওয়ার ব্যাপারে উম্মাতের এজমা (একমত) হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। আর রোযা হলো ইসলামের চতুর্থ রোকন (স্তম্ভ)। আল্লাহ বলেনঃ

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ١٨٣، سورة البقرة

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর সওম (রোযা) ফরয করা হয়েছে যেমন ভাবে তা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল ।

আশা করা যায় যে, তোমরা তাকওয়া - পরেহ্যগারী অর্জন করতে পারবে ''। (সূরা আল বাক্বারাহ - ১৮৩) রাসূল - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এরশাদ করেন যে, ইসলামের ভিত্তি হল পাঁচটি; ঐ পাঁচটির একটি হল রমাযানের সওম বা রোযা ।

সিয়ামের ফযিলত ঃ

(৩) রমাযানের ব্যাপক ফযিলত সম্পর্কে সহীহ হাদীসে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়; সওমকে আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য খাস করেছেন এবং তিনি স্বয়ং এর পুরস্কার দিবেন। রোযাদারের সওয়াব অসংখ্য গুনে বৃদ্ধি পায়। হাদীসে কুদসীতে এসেছে ঃ

" إلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّــهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ "

যার অর্থ ঃ আল্লাহ বলেন ঃ " সওম (রোযা) একমাত্র আমারই জন্য রাখা হয় এবং আমিই তার বিনিময় (পুরস্কার) দিব '' । সওমের সাথে অন্য কোন কিছুর তুলনাই হয় না । রোযা পালন অবস্থায় রোযাদারের দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না । রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দ, একটি ইফ্তারের সময় আরেকটি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় (রোযার কারণে) । সওম (রোযা) কেয়ামতের দিন বান্দাদের জন্য সুপারিশ করে বলবে ঃ

" أي رَبِّ مَنَعْــتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَــوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّــعْــنِي فِيهِ .. "

অর্থ ঃ "হে প্রতিপালক আল্লাহ ! আমি তার (রোযাদারের) জন্য সুপারিশ করছি তুমি আমার সুপারিশ গ্রহণ কর । যেহেতু আমি তাকে দিনের বেলা পানাহার ও যৌন কামবাসনা হতে বিরত রেখেছি'' । রমাযান ইসলামের একটি রোকন বা স্তম্ভ, এই মাসেই কোরআন নাযিল হয়েছে। এই মাসের মধ্যেই হাজার মাসের চাইতেও

উত্তম একটি রাত আছে। রমাযানে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানদের শিকল - বন্দী করে ফেলা হয়। রমাযান মাসের রোযা (সওম) অন্য দশ মাসের রোযার সমান। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় সিয়াম (রোযা) পালন করে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। প্রত্যেক ইফ্তারের সময় আল্লাহ তা'য়ালা অনেক জাহান্নামবাসীকে আগুন থেকে মুক্তি দান করেন।

সিয়ামের কতিপয় ফায়েদা বা উপকারী বৈশিষ্ট্য ঃ

(৪) সিয়ামের অনেক উপকারী বৈশিষ্ট্য আছে, যার অধিকাংশই তাকওয়া-পরেহযগারীর সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহ বলেনঃ ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

অর্থ ঃ "আশা করা যায় যে তোমরা তাকওয়া - পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে"।

(সূরা আল বাক্বারাহ - ১৮৩)

এ কথার ব্যাখ্যা হলো যে, কেউ যদি আল্লাহর শাস্তির ভয়ে এবং সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ে হালাল কাজ ও বস্তু থেকে নিজকে বিরত রাখতে পারে তাহলে নিঃসন্দেহে সে সমস্ত হারাম কার্য থেকে নিজকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে। মানুষের পেটে যখন ক্ষুধা লাগে তখন দেহের অনেক অংগ প্রত্যংগকে আন্দোলিত করে তোলে। আর খাবার দিয়ে যখন পেট ভর্তি করা হয় তখন চোখ, জিহ্বা, হাত এবং গুপ্তাংগের ক্ষুধা চাংগা হয়। রোযা শয়তানকে দমন, যৌনোত্তেজনাকে নিরস্ত ও অংগ - প্রত্যংগকে সংযত রাখতে সহযোগীতা করে। রোযাদার যখন ক্ষুধার জ্বালা উপলব্ধি করে তখন সে

গরীব - দুঃখির না খেয়ে থাকার কষ্ট বুঝতে পারে এবং তাদের প্রতি হৃদয় - মনে দয়ার উদ্রেক হয় ও তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য দান খয়রাত করে। কেননা কথায় বলে শুনা খবর চাক্ষুস দেখার মত নয় আর বাহনে আরোহী যাত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত হেটে না চলবে ততক্ষণ হাটার কষ্ট অনুধাবন করতে পারে না। তখনই পারে যখন সে একই কষ্টে পতিত হয়। সিয়াম নফসের দাসত্ব ও পাপ কাজ থেকে দূরে রাখে। এই রমাযান নিয়ম শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তীতার শিক্ষা দেয়। রমাযান মাস ঘোষনা করছে যে, মুসলমানরা এক জাতি, এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তারা একই সাথে সওম পালন ও ইফ্তার গ্রহণ করে থাকে।
যারা দায়ী ইলাল্লাহর (আল্লাহর পথে আহ্বানের) কাজ করেন রমাযান মাস তাদের জন্য এক মহা উত্তম সুযোগ। এই মাসে অনেক মানুষের হৃদয়-মন মসজিদের দিকে ধাবিত হয়। কেউ হয়ত তার জীবনে এই প্রথম অথবা অনেক দিন পর রোযা উপলক্ষ্যে মসজিদে প্রবেশ করল। এই সুযোগ গ্রহণ করতঃ যথা সম্ভব উত্তম ভাবে কুরআন হাদীস মোতাবেক ওয়াজ নছিহত করে ভাল কাজের উৎসাহ এবং মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশনা দিতে হবে।

সিয়ামের কিছু আদব ও নিয়ম-কানুন ঃ

(৫) এগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক ওয়াজিব আর কিছু সংখ্যক মুস্তাহাব। যেমনঃ সাহারী খাওয়া এবং তা শেষ ওয়াক্তে খাওয়া।
নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বলেন ঃ

" تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُوْرِ بَــرَكَــةً " (رواه ابن ماجه)

অর্থঃ "তোমরা সাহারী গ্রহণ (শেষ রাত্রের খাবার) কর, কেননা সাহারীতে বরকত আছে"। সাহারী হল বরকতপূর্ণ খাবার। সাহারী গ্রহণ করে প্রমান করা উচিৎ যে, আমরা আহলে কিতাবদের (ইহুদী-খৃষ্টান) পরিপন্থী বা অনুসারী নই। (কেননা তারা রোযার জন্য সাহারী খায় না) আর মুমিনের উত্তম সাহারী হলো খেজুর"।

(৬) দ্রুত ইফ্তার করা ঃ

নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বলেন ঃ

" لاَ يَــزَالُ الــنَّاسُ بِخَيرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْــرَ "

অর্থ ঃ "যতদিন পর্যন্ত লোকেরা দ্রুত ইফ্তার (সূর্য অস্ত যাবার সাথে সাথে) করবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে"।

আর যা দিয়ে ইফ্তার করবে তা হলো ঃ

" كَانَ رَسُوْلُ الله ﷺ يَفطُرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَــبَات، فَإِنْ لَــمْ تَكُنْ رُطَــبَات فَــتَمِيْــرَاتٌ، فَإِنْ لَــمْ تَكُنْ تَمِيْــرَاتٌ، حَسَا حَسَوَات مِنْ مَاء"

অর্থ ঃ " আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূল - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - নামাজের আগে সদ্য (তাজা) পাকা খেজুর দিয়ে ইফ্তার করতেন। সদ্য (তাজা) খেজুর না পেলে শুকনো খেজুর, আর শুকনো খেজুর না পেলে কয়েক অঞ্জলি পানি পান করে ইফ্তার করতেন"। (আবু দাউদ তিরমিযী)

ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী- সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - ইফ্তারের পরে বলতেন ঃ

" ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَــلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله "

উচ্চারণঃ " যাহাবাযৃ যমাউ, অবতাল্লাতিল উরুকু, অছাবাতাল আজ্‌রু ইন্‌শাআল্লাহ " ।
অর্থঃ " পিপাসা নিবারণ হয়েছে, ধমনীগুলো সিক্ত হয়েছে এবং সওয়াব (পুণ্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনশাআল্লাহ " ।

অশ্লীল কথা-বার্তা ও নিষিদ্ধ কাজ হতে দূরে থাকা ঃ

(৭) মহানবী– সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম – বলেন ঃ

" إِذَا كَانَ يَــوْمُ صَــوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَــرْفُثْ ...."

অর্থঃ "সিয়াম পালন কালে তোমাদের কেহ যেন অশ্লীলতা ও ঝগড়া - বিবাদে লিপ্ত না হয়" । রফাস (الرَّفَــثُ) হলো ঃ পাপাচার ও গুনাহর কাজে লিপ্ত হওয়া । নবী – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম –বলেন ঃ

" مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ "

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি গর্হিত কথা ও গর্হিত কাজ পরিত্যাগ করতে পারলো না, তার পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনই প্রয়োজন নেই " । (বুখারী)

গীবত (পরচর্চা), পরনিন্দা, মিথ্যা কথা এবং সর্ব প্রকার হারাম কাজ হতে বিরত থাকা সওম পালনকারীর অবশ্য কর্তব্য । এ জাতীয় গর্হিত কাজ ত্যাগ না করলে সিয়ামের সওয়াব সবই বর্বাদ হয়ে যেতে পারে ।

নবী – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম – বলেন ঃ

" رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الْــجُــوْعُ " (رواه ابن ماجه)

অর্থ ঃ "অনেক সিয়াম পালনকারী আছে যাদের সিয়াম দ্বারা না খেয়ে উপোস করা বা ক্ষুধা কষ্ট ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হবে না" ।

হৈ হুর হাংগামা - মারামারিতে জড়িত না হওয়া ঃ

(৮) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বলেন ঃ

" وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، أَوْسَابَّهُ، فَلْيقلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ "

অর্থঃ "যদি কোন লোক তার (সিয়াম পালনকারীর) সাথে মারামারী করতে চায় এবং গালি দেয় তাহলে সে (সিয়াম পালনকারী) যেন বলে দেয় "আমি সিয়াম পালন করছি, আমি সিয়াম পালন করছি "। "ইন্নি সায়েম" আমি সিয়াম পালন করছি কথাটি হাদীসে দুবার এসেছেঃ প্রথম বার রোযার কথা বলে নিজকে সংযত রাখার জন্য আর দ্বিতীয় বার বিবাদ করতে উদ্যত ব্যক্তিকে স্বরণ করিয়ে দেয়া, যেন সংযত থাকে।

অতি ভোজন না করা ঃ

(৯) হাদীসে আছে ঃ" مَا مَلأَ ابنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ..."

অর্থ ঃ " আদম সন্তানরা যে নিকৃষ্ট পাত্রটি পূর্ণ করে তা হলো তার পেট "। খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকা নয় বরং জ্ঞানীজন বেঁচে থাকার জন্য খেয়ে থাকেন।

ধন - মাল, জ্ঞান, আচরণ ও চরিত্র দ্বারা উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা ঃ

(১০) বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাধিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন ঃ

" عَنْ ابن عباس (رضي الله عنهما) قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ الله ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْـخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِـبْرِيْلُ،

وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِن رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرآن فَلَرَسُوْلُ الله ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرسَلَةِ ." متفق عليه

অর্থ ঃ রাসূল - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - ছিলেন মানুষের মধ্যে বেশী দানশীল। রমাযান মাসে তিনি আরো বেশী দান করতেন যখন জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। রমাযানের প্রতি রাতেই (জিব্রীল) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং পরস্পরে কুরআন শিক্ষা করতেন। আল্লাহর রাসূল - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বহমান ঝড়ের চেয়েও ক্ষিপ্র গতিতে দান করতেন। রাসূল - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - ইরশাদ করেন ঃ

" مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ "

অর্থ ঃ " যে ব্যক্তি একজন সওম পালনকারীকে ইফ্‌তার করাবে, তাকে সওম পালনকারীর সমান সওয়াব দেয়া হবে। কিন্তু তাতে মূল সওম পালনকারীর সওয়াব হতে এক বিন্দু পরিমাণও কম করা হবে না "।

এই মাসে বিশেষ ভাবে যা করনীয় ঃ

(১১) ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক জীবনে ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি করা। সংঘটিত গুনাহর জন্য অতিদ্রুত তওবাহ্ করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আনন্দ চিত্তে রমাযান মাসকে গ্রহণ ও সিয়ামের তাৎপর্য উপলব্ধি করা। বিনয় ও একাগ্রতার সাথে তারাবীহর নামায আদায় এবং মাঝের ১০ দিন অলসতা না করা। লাইলাতুল ক্বদর বা ভাগ্য রজনী তালাশ করা।

কুরআন শরীফ অর্থ বুঝে বিনয়ের সাথে তেলাওয়াত করত যতবার সম্ভব খতম করা। রমাযান মাসে ওমরাহ করলে হজ্জের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়। এই মাসে দান সাদকার সওয়াব অনেক বেশি। রমাযানে এ'তেকাফের গুরুত্বও কম নয়।
রমাযানের আগমনে পরস্পরে শুভেচ্ছা বিনিময়ে কোন ক্ষতি নেই; কেননা নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - রমাযান মাসের আগমন কালে সাহাবীগণকে শুভেচ্ছা দিতেন এবং এই মাসকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য উৎসাহিত করতেন ।
আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বলেছেন ঃ

" أَتَاكُمْ رَمَضَانُ ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَحِيْمِ، وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ، فِيْهِ لَيْلَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ " (رواه النسائي ٤/١٢٩)

অর্থঃ "তোমাদের কাছে রমাযান মাস সমাগত। ইহা এক বরকতময় মাস। আল্লাহ তা'য়ালা এই মাসের সিয়াম তোমাদের উপর ফরয করেছেন। এই মাসে আকাশের দরজাগুলি খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলি বন্ধ করে দেয়া হয় আর এই মাসে সেরা শয়তানগুলিকে আটক করে ফেলা হয়। এই মাসে একটি রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম । যে ব্যক্তি এই রাতের কল্যাণ লাভে ব্যর্থ হলো সে চূড়ান্ত ভাবেই ব্যর্থ - বঞ্চিত হলো "।

(নাসায়ী)

সিয়ামের কিছু হুকুম - আহকাম ঃ

(১২) ফরয সিয়ামের ত্রুটি - বিচ্যুতিগুলি নফল সিয়ামের দ্বারা দূর হয়ে যায় । নফল সিয়ামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো; আশুরার রোযা (মুহাররাম মাসের ৯ -১০ কিংবা ১০-১১ তারিখে), আরাফাত দিবসের (যুলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখ) রোযা, আইয়ামুল বীদ্বের (প্রত্যেক আরবী মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে) রোযা, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং শাওয়াল মাসে ৬টি রোযা, তদোপরি মুহাররাম ও শাবান মাসে বেশী বেশী রোযা রাখা ।

(১৩) ফরয রোযা বাদে শুধু শুক্রবার কিংবা শনিবার নির্দিষ্টভাবে রোযা রাখা নিষিদ্ধ, তবে নেহায়েত কোন প্রয়োজন দেখা দিলে রাখা যাবে । যুগভর ও সারা বছর বিরতিহীন রোযা রাখা নিষেধ । সাহারী ও ইফ্তার ব্যতীত পরপর দুই বা ততোধিক রোযা রাখা ঠিক নয় ।

(১৪) ঈদুল ফিত্বর, ঈদুল আযহার দিনে এবং আইয়ামে তাশরীক্বে (১১, ১২, ১৩ই যুলহাজ্জ মাস) রোযা রাখা হারাম ; কেননা এই দিনগুলো হলো খাওয়া, পান করা ও আল্লাহর যিকির করার বিশেষ দিন । তবে হজ্জ পালনকারী ব্যক্তি কুরবানী (হাদী) করতে সমর্থ না হলে ঐ ব্যক্তির জন্য আইয়ামে তাশরীক্বে হাদীর বদলে মিনায় রোযা রাখা জায়েয আছে ।

সিয়াম কার উপরে ফরয (বাধ্যতামূলক) ঃ

(১৫) মুসলমান, প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিস্ক, স্বদেশ - স্বগৃহে অবস্থানকারী, সক্ষম (দৈহিক), শর'য়ী বাধামুক্ত হওয়া; যেমনঃ নারীর ক্ষেত্রে হায়েয ও নিফাস ইত্যাদি।

(১৬) সাত বছরের বালক-বালিকাদেরকে রোযা পালনে উৎসাহ দেয়া উচিৎ, যদি তারা সক্ষম হয়। আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ নামাযের সাথে তুলনা করে ১০ বছর বয়সে রোযা না রাখলে দৈহিক শাস্তির কথা বলেছেন। বালক - বালিকারা রোযার সওয়াব পাবে এবং মাতা - পিতা ভাল কাজের প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ দেয়ার সওয়াব পাবেন। আর - রুবাঈ বিনতে মুয়াওয়ায (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন ঃ

" عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ (رضي الله عنها) قَالَتْ فِي صِيَامِ عَاشُوْرَاءَ لَمَّافُرِضَ : كُنَّانُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ ، أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُوْنَ عِنْدَ الإِفْطَارِ " (رواه البخري)

অর্থ ঃ "যখন আশুরার রোযা ফরয ছিলো, তখন আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে রোযা রাখাতাম, আর খাবার জন্য কান্না শুরু করলে তাদেরকে তুলা দিয়ে তৈরী আকর্ষনীয় খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম, আমরা এটা করতাম ইফ্তারের সময় পর্যন্ত "। (বুখারী)

(১৭) দিনের বেলায় কোন কাফের যদি ইসলাম গ্রহণ করে, কোন বালক - বালিকা যদি বালেগ হয়ে যায় এবং কোন পাগল যদি ভাল হয়ে যায়, তাহলে তারা রোযার হুকুমের আওতায় এসে যাবে

এবং সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তাদেরকে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে পূর্বের রোযাগুলোর ক্বাযা করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। যেহেতু আগের দিনগুলোতে তাদের উপর রোযা ওয়াজেব ছিল না ।

(১৮) পাগলের উপর থেকে শরীয়তের হুকুম তুলে নেয়া হয়েছে। তবে যদি এমন হয় যে মাঝে মধ্যে সে পাগল হয় আবার মাঝে - মধ্যে ভাল হয়ে যায় তখন শুধু ভাল অবস্থায় তাকে রোযা রাখতে হবে। রোযা রাখা অবস্থায় দিনের বেলায় যদি পাগল হয়ে যায় তা হলে তার রোযা বাতিল হবে না । কেননা সে সুস্থ মস্তিস্ক অবস্থায় রোযার নিয়্যত করেছিল। মূর্ছা (হিষ্টিরিয়া) গ্রস্তের ক্ষেত্রেও ঐ একই হুকুম প্রযোজ্য ।

(১৯) যে রমাযান মাসের মধ্যে মৃত্যু বরণ করলো মাসের বাকী দিনগুলোর ব্যাপারে সে রোযার সব ধরণের বাধ্য - বাধকতা হতে মুক্ত এবং তার আত্মীয়দেরও তার পক্ষ থেকে রোযা রাখার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই ।

(২০) কেউ যদি রমাযান মাসে রোযা ফরয হওয়ার ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে, রোযা না রাখে বা রমাযান মাসে দিনের বেলা যৌন ক্রিয়া হারাম না জানার কারণে তা করে এ অবস্থায় অধিকাংশ আলেমদের মত হলো যে, এ ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হবে না । ইহা ঐ সকল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে বা দারুল হারবে (ইসলাম বিরোধী রাষ্ট্রে) অবস্থান করছে কিংবা কাফেরদের সমাজে বয়োপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে যে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বাস করে তার জন্য উক্ত ওযর গ্রহণযোগ্য নয় কেননা সে সহজেই আলেমদের কাছ থেকে হুকুম আহকাম জেনে নিতে পারে।

রমাযান মাসে সফর বা ভ্রমন প্রসংগ ঃ

(২১) রমাযান মাসে সফরকালীন সময়ে রোযা ভাঙ্গার শর্ত; মাইল অনুযায়ী দূরত্ব অথবা সাধারণ প্রচলন হিসাবে সফর বা ভ্রমন বলে পরিগনিত হওয়া। বসবাস এলাকা এবং ইহার সাথে সংযুক্ত বাড়ী-ঘর হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। সফর (ভ্রমন) গুনাহের কাজের লক্ষ্যে না হওয়া। রোযা না রাখার কৌশল হিসেবে সফরকে গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

(২২) সফরকালে সক্ষম-অক্ষম সবার জন্যই রোযা ভংগ করা জায়েয, আর এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। সফর কষ্টদায়ক হোক বা আরামদায়ক হোক তাতে হুকুমের পরিবর্তন হবে না। মুসাফির ব্যক্তি যদি সাথে খাদেম নিয়ে ছায়ায়, পানি পথে, আকাশ পথে, সফর করে তার জন্যও রোযা ভংগ করা এবং নামায কছর করা জায়েয। (ইমাম ইবনে তাইমিয়া)

(২৩) রমাযানে যে ব্যক্তি ভ্রমনে বা সফরে যাওয়ার সংকল্প করলো, সে সফরের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত রোযা ভাংগবে না। সফরের জন্য রওয়ানা দেয়ার আগ মূহুর্ত পর্যন্ত এমন কোন কারণ ঘটে যেতে পারে যে জন্য তাকে সফর বাতিল করতে হতে পারে। সফরকারী ব্যক্তি তার বসত বাড়ী এলাকা থেকে অন্য এলাকায় প্রবেশের পূর্বে রোযা ভংগ করবে না, এমন কি বিমান উড়ে তার এলাকা থেকে অন্য এলাকায় প্রবেশ করার পরই রোযা ভংগ করতে পারবে। তবে বিমান বন্দর যদি মুসাফির ব্যক্তির এলাকার বাহিরে হয় তাহলে বিমান বন্দরেই ভংগ করা যাবে।

(২৪) মুসাফির ব্যক্তি অন্য শহরে পৌছার পর, সেখানে যদি ৪ দিনের বেশী অবস্থানের নিয়্যত করে তাহলে অধিকাংশ আলেমদের মতানুযায়ী রোযা পালন করা তার উপর ওয়াজিব।

যারা পড়া-লেখার জন্য প্রবাসে যায় এবং মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর অবস্থান করে, অধিকাংশ আলেমদের মতে তারা মুকীম (স্বদেশ ও স্বগৃহে অবস্থানকারী) হিসেবে গন্য হবে সুতরাং প্রবাসে অবস্থান কালে তাদেরকে রোযা পালন ও পূর্ণ করতে হবে। (শায়খ বিন বায)

(২৫) যে ব্যক্তি মুকীম অবস্থায় রোযা শুরু করল অতঃপর দিনের বেলাই সফরে বেরিয়ে পড়ল, তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়েয। কেননা আল্লাহ সফরের কারণে রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾

অর্থ ঃ " আর কেউ যদি অসুস্থ থাকে বা সফরে থাকে তাহলে তাকে অন্য সময়ে ঐ রোযা পালন করতে হবে "। (সূরা আল বাক্বারাহ - ১৮৫)

(২৬) যে ব্যক্তি সর্বদা সফরে থাকে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়েয আছে। যেমন ঃ ডাক পৌঁছানোর লোকজন যারা সর্বদা মুসলমানদের খিদমতে নিয়োজিত থাকে, গাড়ী চালক, বিমান চালক (পাইলট) এবং গাড়ী বিমানের - সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের গন্তব্যস্থলে তাদের আশ্রয়স্থান থাকলেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে । তাদের সফর দৈনিন্দিন হলেও হুকুম একই থাকবে। লঞ্চ-ষ্টীমার চালক নাবীকগণ তীরে তাদের থাকার জায়গা থাকা সত্ত্বেও তারা মুসাফির বলে গণ্য হবে।

(২৭) মুসাফির ব্যক্তি রমাযান মাসে দিনের বেলায় সফর হতে নিজ শহরে (গৃহে) প্রত্যাবর্তন করলে রোযাদারের মত রমাযান মাসের মর্যাদ রক্ষার চেষ্টা করা উত্তম কিন্তু তাকে ক্বাযা করতেই হবে।

(২৮) কেউ যদি এক দেশে রোযা রাখতে শুরু করে, অতঃপর এমন অন্য একটি দেশে যায় যেখানে

লোকেরা দু-একদিন আগে বা পরে রোযা রাখা শুরু করেছে। এমতাবস্থায় যে দেশে গেল সে দেশের লোকদের সাথেই রোযা পালন করতে হবে অর্থাৎ তাদের মতই রোযার বিধান মেনে চলতে হবে। তবে চাঁদের হিসেব অনুযায়ী রোযা ৩০টির বেশি হলেও তা পালন করতে হবে।
কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বলেছেন ঃ

" الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ ، وَالإِفْطَارُ يَوْمَ تَفْطُرُوْنَ " (رواه الترمذي)

অর্থ ঃ "রোযার দিবসে তোমরা সবার সাথে রোযা রাখবে এবং ইফ্তার (ঈদ) দিবসেও তাদের সাথেই ইফ্তার করবে"। (তিরমিযী)
আর যদি ২৯ দিনের কম হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে ঈদের পর তাকে রোযা ২৯ টি পুরা করতে হবে। কেননা হিজরী মাস ২৯ দিনের কম হতে পারে না।
(শায়খ ইবনে বায)

রমাযান মাসে রুগ্ন বা অসুস্থদের বিধান ঃ

(২৯) রোগ - বিমারে শারীরিক ভাবে অসুস্থদের জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়েয। এ কথার প্রমান হলো; আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضاً أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾

অর্থ ঃ "আর কেউ যদি অসুস্থ থাকে বা সফরে থাকে তাহলে তাকে অন্য সময় ঐ রোযা পালন করতে হবে"। (সূরা আল বাক্বারাহ - ১৮৫)
তবে মাথা ব্যাথা, সর্দি, কাশি জাতীয় সমান্য অসুখ বিসুখের কারণে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয হবে না। ডাক্তারী শাস্ত্র এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ কেউ কারো সম্পর্কে যদি এই মত প্রকাশ করেন যে, রোযার কারণে সে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে বা রোগ

বেড়ে যেতে পারে এবং রোগ সাড়তে বিলম্ভ হতে পারে। এই অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করা জায়েয হবে। যে সমস্ত রোগ সব সময় লেগেই থাকে এ সব ক্ষেত্রে দিনের বেলায় সুস্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকলেও রাতে রোযার নিয়্যত করা উচিৎ নয়, সম্ভাবনার চেয়ে উপস্থিত অবস্থাই অগ্রগন্য হিসেবে বিবেচিত।

(৩০) রোযার কারণে যদি কেহ মূর্ছা যাবার আশংকা করে, তাহলে সে রোযা ভঙ্গ করবে এবং পরে ক্বাযা আদায় করবে। আর দিনের বেলায় রোযা পালনরত অবস্থায় যদি কেহ মূর্ছা যায় বা অচেতন হয়ে পড়ে এবং সূর্য অস্ত যাবার আগে বা পরে চেতনা ফিরে পায়; তার রোযা সহীহ - শুদ্ধ বলে পরিগণিত হবে। ফজর হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অচেতন থাকলে রোযা শুদ্ধ হবে না। অচেতন ব্যক্তিকে সুস্থ হওয়ার পর রোযার ক্বাযা আদায় করতে হবে।

কোন কোন আলেম এ প্রসঙ্গে আরো বলেন যে, কেউ যদি তিন দিন বা তার কম সময় অচেতন থাকে অথবা জরুরী প্রয়োজনে অচেতন করে রাখা হয় এ অবস্থাকে ঘুমের সাথে ক্বিয়াস (তুলনা) করে রোযার ক্বাযা আদায় করতে হবে। তিন দিনের বেশী অচেতন থাকলে উম্মাদ ব্যক্তির সাথে তুলনা করে ক্বাযা করতে হবে না। (শায়খ ইবনে বায)

(৩১) অসহনীয় ক্ষুধা, প্রচন্ড পিপাসায় জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা হলে অথবা দেহের কোন অংগ প্রত্যংগের বিপদজনক ক্ষতির আশংকা হলে রোযা ভঙ্গ করে পরবর্তী সময়ে ক্বাযা আদায় করে নিবে। কেননা জীবন রক্ষা করা ওয়াজেব। অযথা অনুমান ও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তথা ওয়াসাওয়সার উপর ভিত্তি করে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয নয়। যারা অত্যাধিক পরিশ্রমের কাজ করেন তারা রোযা রাখার নিয়্যত করবে । তাদের রোযা না রাখার বা ভঙ্গ করার সুযোগ নেই।

প্রয়োজন হলে পরিশ্রম কমিয়ে দিবে এবং রোযা রাখবে। তবে কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা হলে, রোযা ভঙ্গ করে পরবর্তীতে ক্বাযা করে নিবে।

(৩২) যে সমস্ত রোগ ব্যধি ভাল হয়ে যাবার আশা ও সম্ভাবনা আছে এ ক্ষেত্রে রোযা ভঙ্গ করে পরবর্তীতে ক্বাযা করতে হবে, কাফ্ফারা হিসেবে মিস্কিনকে খানা খাওয়ানো যথেষ্ট হবে না। দুরারোগ্য ব্যধি যা ভাল হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না এবং বার্ধক্য জনিত কারণে যিনি রোযা রাখতে অক্ষম, তিনি প্রতি রোযার বদলে দৈনিক একজন গরীবকে পূর্ণভাবে এক বেলা খাবার খাওয়াবেন, যা ফিদিয়া বলে পরিচিত। এই খাদ্য বস্তুর পরিমাণ হলো অর্ধসা, অর্থাৎ দেড় কেজীর কাছাকাছি পরিমাণ। খাদ্য বস্তুটি অধিকাংশ মানুষের প্রধান খাদ্য বলে স্বীকৃত হতে হবে। প্রতিদিনের ফিদিয়া একত্রিত করে মাসের শেষে একত্রে কিংবা প্রতিদিন পরিবেশন করাও জায়েয আছে। অসুস্থ ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করবে আশা করে রোযা ভঙ্গ করেছে, অতঃপর ক্বাযা করার আগেই জানা গেল যে, সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। এমতাবস্থায় তার উপর ওয়াজেব হলো রোযা ভঙ্গের কারণে প্রতিটি রোযার ফিদিয়া প্রদান করা (শায়খ মুহাম্মদ বিন সলেহ উসাইমীন)। আরোগ্যের আশায় থেকে যে মৃত্যুবরণ করলো তার উপর বা তার অতি আপন জনদের উপর তার রোযার ব্যাপারে কোন শর'য়ী দায়বদ্ধতা নেই।

(৩৩) যে ব্যক্তি রোযার সময় অসুস্থ ছিল, অতঃপর সুস্থ হয়ে রোযার ক্বাযা করার সুযোগ পেয়েও তা আদায় করেনি এবং সে মৃত্যু মুখে পতিত হলো; এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে, ভঙ্গ করা প্রতিটি রোযার ফিদিয়া (পূর্ব-বর্ণিত) প্রদান করতে হবে।

নিকট আত্মীয়দের কেউ ঐ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখলে তা জায়েয আছে এবং রোযা শুদ্ধ হবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ হতে প্রমান আছে যে, মহানবী – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম – বলেছেন ঃ

" مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ " (متفق عليه)

"যে ব্যক্তি রোযা ক্বাযা আদায় (সুস্থ হওয়ার পরে) না করে মৃত্যুবরণ করল তার পক্ষ থেকে তার ওলিরা রোযা পালন করবে"। (বুখারী ও মুসলিম)

ফতোয়ার স্থায়ী কমিটি (সৌদী আরব)

বয়োবৃদ্ধ, অচল - অক্ষমদের জন্য রোযার বিধান ঃ

(৩৪) অতিশয় বৃদ্ধ নর – নারী যারা শক্তি সামর্থ হারিয়ে ফেলেছেন এবং দিন দিন অবস্থার অবনতি হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাদের রোযা পালনের বাধ্যবাধকতা নেই। অতিশয় বয়োবৃদ্ধ নর - নারীগণকে রোযা পালন করতে হবে না, যেহতু তারা রোযার নিয়মাবলি পালন ও এর কষ্ট সইতে অক্ষম। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) নিম্মোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ

﴿ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَــهُ فِدْيَــةٌ طَعَامُ مِسْكِيْن ﴾

অর্থ ঃ "আর ইহা (রোযা পালন) যাদের জন্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হবে, তারা ইহার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে"।

(সূরা আল বাক্বারাহ-১৮৪)

এই আয়াত মানসূখ বা রহিত নয় বরং এর হুকুম কার্যকর আছে। অতিশয় বৃদ্ধ পুরুষ বা মহিলা রোযা পালন করতে অক্ষম হলে প্রতিটি রোযার বদলে একজন গরীব মিস্কীনকে অন্ন দান করতে হবে।

অতি বার্ধক্যের দরুন যার বুদ্ধি লোপ বা উম্মাদনা ঘটবে তার উপর এবং তার পরিবার পরিজনদের উপর তার রোযার ক্ষেত্রে কোন কিছুই ওয়াজিব থাকবে না; কেননা সে বুদ্ধি বৈকল্যের দরুন শরীয়তের হুকুম পালনের দায় হতে মুক্ত। আবার এমনও হতে পারে যে, এক সময় উম্মাদ আর পরবর্তী সময় ভাল। ভাল অবস্থায় রোযা রাখতে হবে এবং যখন উম্মাদনা দেখা দিবে, প্রলাপ বকবে তখন রোযার দায় হতে মুক্ত থাকবে।

(শায়খ ইবনে সলেহ উসাইমীন)

(৩৫) প্রকাশ্য রোগ-ব্যধির কারণে প্রকাশ্যে রোযা ভঙ্গ করা দোষনীয় নয় কিন্তু গোপন রোগ-ব্যাধিতে (যেমন হায়েয-নিফাস) প্রকাশ্যে পানাহার না করা উত্তম।

সিয়ামের নিয়্যত প্রসংগ ঃ

(৩৬) ফরয রোযা শুদ্ধ হওয়ার শর্ত হলো; রাত থেকে রোযা রাখার নিয়্যত বা এরাদা (ইচ্ছা) করা। ক্বাযা বা কাফ্ফরা জাতীয় ওয়াজিব রোযার বেলায়ও পূর্ব রাত্রিতেই নিয়্যত করতে হবে। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

" لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ "

অর্থ ঃ " যে ব্যক্তি রাতের বেলা নিয়্যত করলো না, তার রোযা হবে না"। (নাসায়ী)

ফজরের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রাতের যে কোন সময়ে নিয়্যত করলেই হবে। আর নিয়্যত হলোঃ কোন কাজ করার জন্য মনের দৃঢ় সংকল্প, স্থীর-সিদ্ধান্ত। নিয়্যত মুখে উচ্চারণ করে বলা বিদয়াত। যে ব্যক্তি জানতে পারলো যে, আগামী কাল রোযা অতঃপর

রোযা রাখার ইচ্ছা পোষণ করলো এই ইচ্ছাই তার নিয়্যত বলে গণ্য হবে । (ইমাম ইবনে তাইমিয়া)
যে ব্যক্তি দিনের বেলা রোযা ভঙ্গ করার সংকল্প বা ইচ্ছা পোষণ করলো কিন্তু ভঙ্গ করলো না, কোন কিছু পানাহার করলো না এ ক্ষেত্রে সঠিক মতামত হলো, তার রোযা নষ্ট হবে না । এটার তুলনা হলো যে, এক ব্যক্তি নামাজের মধ্যে কথা বলার ইচ্ছা করলো কিন্তু কথা বল্লো না ।
নিয়্যত পরিবর্তন করলেই রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে বলে আলেমদের মধ্যে কেউ-কেউ মত প্রকাশ করেছেন । অতএব রোযার নিয়্যত ভঙ্গকারীর ঐ রোযার ক্বাযা করা উত্তম । আর মুরতাদ বা ইসলাম ত্যাগকারীর নিয়্যত বরবাদ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনই মতভেদ নেই । রমাযান মাসে রোযাদার ব্যক্তিকে প্রতিদিন নিয়্যত নবায়ন করতে হবে না বরং পূরো মাসের জন্য, (মাসের শুরুতে) একবার নিয়্যত করলেই যথেষ্ট হবে । আর যদি অসুস্থতা বা সফরের জন্য নিয়্যত পরিবর্তন অথবা ভঙ্গ করা হয়, তাহলে নিয়্যত ভঙ্গের ও পরিবর্তনের কারণ দূর হওয়ার সাথে সাথে রোযার জন্য নতুন করে নিয়্যত করতে হবে ।
(৩৭) অনির্দিষ্ট নফল রোযার জন্য রাত থেকে নিয়্যত করা জরুরী নয় । হাদীসে আছে ঃ

" عَائِشَةَ (رضي الله عنها) قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ، فَقُلْنَا : لاَ ، قَالَ: فَـإِنِّـي إِذًا صَائِمٌ "

অর্থ ঃ "আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন ঃ "কোন একদিন রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- আমার ঘরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর বললেন ঃ তোমাদের কাছে কোন খাদ্য আছে ?

আমরা বললাম ঃ না, তখন তিনি - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বললেন ঃ তাহলে আমি রোযা রাখলাম''। তবে নির্দিষ্ট নফল রোযার (যেমন আরাফাত দিবসের রোযা, আশুরার রোযা) জন্য রাত থেকেই নিয়্যত করা উত্তম।

(৩৮) নেহায়েত ওযর ব্যতীত শুরু করা যে কোন ওয়াজিব রোযা (যেমনঃ ক্বাযা, মানত, কাফফারা) ভঙ্গ করা জায়েয হবে না। অন্যান্য নফল রোযা রাখা বা রেখে ভঙ্গ করা ব্যক্তির ইচ্ছাধিন, ইচ্ছা হলে রাখবে না হলে ভঙ্গ করবে। নফল রোযা ভঙ্গ করার জন্য কোন ওযর উপস্থিত হওয়া শর্ত নয়। কোন একদিন নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - ভোর বেলা নিয়্যত করে রোযা রাখতে শুরু করেছিলেন, আতঃপর আহার করলেন। প্রশ্ন আসতে পারে ; ওযর ব্যতীত নফল রোযা ভঙ্গ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সওয়াব পাওয়া যাবে কিনা ? কোন কোন আলেম বলেছেন ঃ সওয়াব পাওয়া যাবে না। নফল রোযা শুরু করে পূর্ণ করা উত্তম, তবে শরয়ী ওযর বা কোন প্রকার কল্যাণের তাগিদে ভঙ্গ করা জায়েয আছে।

(৩৯) যে ব্যক্তি ফজরের পর দিনের বেলা রোযার খবর জানতে পাবে, সে দিনের বাকি সময়ে কোন কিছু পানাহার করবে না এবং পরবর্তী সময়ে সে ঐ দিনকার বদলে ক্বাযা করবে। কেননা নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বলেছেন ঃ

" যে ব্যক্তি রাতের বেলা নিয়্যত করলো না, তার রোযা হবে না''। (আবু দাউদ)

রোযা ও ইফ্‌তারের সময়কাল ঃ

(৪০) সূর্যের গোলকটা পশ্চিম আকাশে পূর্ণাঙ্গভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলে রোযাদার ইফ্‌তার করবে।

সূর্য অস্ত যাওয়াটাই আসল কথা। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত যাবার সাথে সাথে দিন শেষ হয়ে যায়, অতঃপর উপরের দিকে বিদ্যমান লাল আলোকচ্ছটা ধর্তব্য নয়। নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বলেন ঃ

" إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا،وَغَرَبَـــتِ الشَّمْسُ فَقَدْأَفْطَرَ الصَّائِم "

অর্থ ঃ " যখন এক দিক থেকে রাতের আগমন ও অপর দিক দিয়ে দিনের প্রস্থান ঘটবে এবং সূর্যাস্ত হবে, তখনই রোযাদার ইফ্‌তার করবে "। (বুখারী)

ইফ্‌তার ত্বরান্বিত করা সুন্নাত। " নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - ইফ্‌তার না করে মাগরিবের নামাজ পড়তেন না। নামাজের পূর্বে কম পক্ষে পানি দ্বারা ইফ্‌তার করতেন। ইফ্‌তারের জন্য কিছুই পাওয়া না গেলে শুধু মনের নিয়্যতের মাধ্যমে ইফ্‌তার সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু ইফ্‌তারের সময় আংগুল চুষে ইফ্‌তার করা ঠিক নয় যা অনেকে করে থাকে। তবে সর্তক থাকতে হবে, ইফ্‌তারের সময় হওয়ার আগেই যেন কেউ ইফ্‌তার করে না ফেলে। নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - একদল লোককে তাদের পায়ের গোড়ালীর মোটা রগের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং তাদের চোয়াল বেয়ে রক্ত ঝড় ছিল। রাসূল - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - জিজ্ঞেস করলেন তাদের কি হয়েছে? উত্তর দেয়া হলো যে ; ঐ লোকেরা রোযা সম্পূর্ণ হবার আগেই ইফ্‌তার করতো "।

(৪১) ফজরের সময় হলে পূর্ব আকাশে শুভ্র আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পরে, এ সময় থেকে রোযাদারকে অবশ্যই পানাহার ত্যাগ করতে হবে। চাই সে আযান শুনুক বা না শুনুক।

যে মুয়াযযিন ঠিক ফজরের সময় আযান দেয়, এই আযান শুনা মাত্র পানাহার বন্ধ করতে হবে। আর যদি আগে আযান দেয় তাহলে আযানের পরও পানাহার করা যাবে। মুয়াযযিন কখন আযান দিচ্ছে তা জানা না গেলে বা মত - পার্থক্য দেখা দিলে নির্ভরযোগ্য ছাপানো সঠিক সময় - সূচী অনুযায়ী রোযা পালন করতে হবে। তবে ফজরের ১০ মিনিট পূর্বে পানাহার বন্ধ করার নিয়ম চালু করা বিদয়া'তের নামান্তর।

সিয়াম বা রোযা ভঙ্গের বর্ণনা ঃ

(৪২) হায়েয বা নিফাস হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। হায়েয নিফাস ব্যতীত রোযা ভঙ্গ হওয়ার শর্ত হলো তিনটি ঃ (১) জ্ঞাতসারে রোযা ভঙ্গ করা, অজ্ঞতার কারণে নয়। (২) স্মরণ থাকা অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করা, ভুলবসত নয় (৩) স্বেচ্ছায় রোযা ভঙ্গ করা, বাধ্য বা জবরদস্তির কারণে নয়।

রোযা ভঙ্গের কিছু কারণ নির্গমন-নিঃসরণ জাতীয় যেমন : যৌনমিলন, বমি করন, হায়েয বা ঋতুস্রাব, নিফাস হওয়া ও শিংগা লাগিয়ে রক্ত বের করানো। আর কিছু কারণ হলো প্রবিষ্ট ও ভরণ জাতীয়, যেমন: পানাহার করা, ইনজেকশন নেয়া ইত্যাদি।

(৪৩) এমন ঔষধ, টেবলেট যা মুখ দিয়ে পেটে যায় বা খাদ্য জাতীয় ইনজেকশন যা শরীরে প্রবেশ করানো হয়, এগুলো সবই পানাহার হিসেবে গণ্য এবং এতে রোযা ভঙ্গ হবে। ইনজেকশনের সাহায্যে রক্ত পরীক্ষার জন্য রক্ত দিলে রোযা ভঙ্গ হবে না; কেননা এটা খুবই প্রয়োজনীয় ব্যাপার। পক্ষান্তরে যে সব ইনজেকশন পানাহারের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয় না বরং চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়ে থাকে, যেমন ; ইনসুলিন, পেনিসিলিন, শারীরিক দুর্বলতাকে দূর

করে সতেজ ও চাঙ্গা করার ইনজেকশন, ডেক্সিন টিকা এগুলোতে রোযার ক্ষতি হবে না। মাংস পেশী বা ধমনী দিয়ে প্রবেশ করানো ইনজেকশনের হুকুম একই। তবে সর্তকতার জন্য এগুলো রাতের বেলা গ্রহণ করা ভাল। (শায়খ মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম) "কিডনি ওয়াস করার জন্যে রক্ত বের করা বা প্রবেশ করানোতে রোযা ভঙ্গ হবে না"। (শায়খ ইবনে সলেহ উসাইমীন)
পায়ু দ্বার দিয়ে প্রবেশ করানো (Suppositor) ঔষধ, চোখ-কানে ব্যবহৃত ঔষধ, দন্ত অপসারণ এবং অপারেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট ঔষধ সমূহ ব্যবহারে রোযা ভঙ্গ হবে না। (ইমাম ইবনে তাইমিয়া)
যাদের হাপানী রোগ আছে তারা ভ্যানটোলিন নিলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না, ভ্যানটোলিন হলো এক প্রকার গ্যাস যা ফুসফুসে প্রবেশ করানো হয় এবং ইহা খাদ্য নয়। হাপানী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে রমাযান ছাড়াও ভ্যানটোলিন ব্যবহার করতে হয়। গরগরা করার ঔষধ দিয়ে গরগরা করে কুলি করলে রোযা ভঙ্গ হবে না, তবে গিলে ফেললে ভঙ্গ হবে। দাতে লাগানোর ঔষধ ব্যবহার করে, গলায় তার স্বাদ অনুভব হলে, রোযার কোন ক্ষতি হবে না।

(শায়খ ইবনে বায)

(৪৪) যে রমাযান মাসে দিনের বেলা কোন প্রকার ওযর ব্যতীত ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করবে তার কবীরা (বড় ধরনের) গুনাহ হবে। তাকে তওবা করতে হবে এবং পরে ক্বাযা পালন করে নিবে। যদি নেশা বা কোন হারাম বস্তু দ্বারা রোযা ভঙ্গ করে তাহলে তা অত্যন্ত জঘন্য ও নিকৃষ্ট কাজ হবে, গুনাহ আরো বেশী হবে। এ সকল অবস্থায় একনিষ্ঠ ভাবে খালেস তওবা করা কর্তব্য এবং বেশী বেশী নফল এবাদত ও নফল রোযা পালন করা দরকার, যাতে ফরযের ত্রুটি গুলো মুছে যায়। আর আল্লাহ যেন তার তওবা কবুল করেন।

(৪৫) ভুলবশত ঃ কেহ পানাহার করলে তার রোযা ভঙ্গ হবে না, সে রোযা পুর্ণ করবে। যেহেতু ভুলবশতঃ পানাহার ইচ্ছাকৃত নয় অতএব মনে করতে হবে যে, আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন। হাদীসের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, এই রোযা তাকে ক্বাযা করতে হবে না এবং এই জন্য কাফ্‌ফারাও দিতে হবে না। তবে কেউ যদি কাউকে ভুলবশতঃ পানাহার করতে দেখে তবে অবশ্যই তাকে স্বরণ করিয়ে দিতে হবে। আর এ কাজ একটা সাধারণ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَتَعَاوَنُـــوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ﴾

অর্থ ঃ " সৎকর্ম এবং তাকওয়া - পরহেযগারীর কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে "।

(সুরা আল মায়িদাহ-২)

আর নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বলেন ঃ

" فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِي "

" আমি যদি ভূলে যাই তা হলে আমাকে স্বরণ করিয়ে দিও "।

আর যেহেতু মূলতঃ ইহা একটি গর্হিত কাজ সুতরাং তা প্রতিহত করা সকলেরই কতর্ব্য।

(৪৬) বিপদাক্রান্ত এবং মৃত্যু মুখে পতিতদেরকে উদ্ধারকারীরা (যেমন ডুবুরী ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা) প্রয়োজন বোধ করলে রোযা ভঙ্গ করতে পারবে এবং পরে ক্বাযা করবে।

(৪৭) যার উপর রোযা ফরয হয়েছে, সে যদি রোযা অবস্থায় স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে দিনের বেলা যৌন সংগমে লিপ্ত হয় তা হলে তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে, কিন্তু দিনের বাকি অংশটুকুতে কোন কিছু পানাহার করবে না। উভয় যৌনাঙ্গ একত্রিত হওয়া এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ অন্য যৌনাঙ্গে প্রবেশ করানোর পরে বির্য

নির্গত হোক বা না হোক রোযা বাতিল হয়ে যাবে। অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে তওবা করতে হবে, উক্ত রোযার ক্বাযা (পালন) করতে হবে এবং বড় কাফ্ফারা দিতে হবে। (বড় কাফ্ফারা হলো ঃ দাস মুক্ত করা কিংবা অবিচ্ছিন্নভাবে দু'মাস রোযা রাখা কিংবা ষাটজন মিস্কীনকে খাদ্য দান করা)। আবু হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে ঃ

" إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكْتُ، قَالَ: مَا لَكَ ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تَعْتِقُهَا؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لاَ، قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْناً؟ قَالَ : لاَ.. " الحديث.

অর্থ ঃ " এক ব্যক্তি মহানবী – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের – নিকট হাযির হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন ঃ তোমাকে কিসে ধ্বংস করল ? (লোকটি) বললো ঃ আমি রোযা অবস্থায় (দিনের বেলা) আমার স্ত্রীর সাথে যৌনসঙ্গম করেছি। তখন রাসূল – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম – বললেনঃ তুমি কি একটা ক্রীতদাস মুক্ত করার সামর্থ রাখ ? (লোকটি) বললো ঃ না। তখন নবী– সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম – (লোকটিকে) বললেন ঃ তুমি দুই মাস অবিচ্ছিন্নভাবে রোযা রাখতে পারবে ? লোকটি বললো, না । নবী- সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বললেন ঃ তাহলে তুমি কি ষাটজন মিস্কীনকে খানা দিতে পারবে ?

লোকটি বললো, না । তখন নবী – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম – লোকটিকে বললেন ঃ অপেক্ষা কর। সে বসে থাকলো । এই সময় নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের - নিকট খেজুর ভর্তি করা একটি বড় টুকরী আনা হলো। নবী করীম – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বললেন এই পাত্রের খেজুরগুলো তুমি দান করে দাও। তখন লোকটি বললো ঃ মদীনায় আমাদের অপেক্ষা অধিক গরীব এবং এই খেজুর পাইবার অধিক যোগ্য আর কেহ নাই। ইহা শুনে নবী – সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - হেঁসে দিলেন, ইহাতে তার দন্তরাজি প্রকাশ হয়ে পড়ল। তিনি বললেন ঃ তুমি ইহা নিয়ে যাও এবং তোমার ঘরের লোকদেরকে ইহা খাওয়াও '' ।

(বুখারী)

(৪৮) কেউ যদি স্ত্রী সহবাস করার উদ্দেশ্যে আগে খাওয়া - দাওয়া সেরে নিয়ে রোযা ভঙ্গ করলো, অত:পর স্ত্রী সহবাস করল, সে কঠিন গুনাহ করল এবং রমাযান মাসের মর্যাদা দুবার ক্ষুন্ন করল। প্রথমবার ঃ খাওয়া – দাওয়া করে, দ্বিতীয়বার ঃ যৌন মিলনের মাধ্যমে । এই ব্যক্তিকে অবশ্যই কঠিন কাফ্ফারা দিতে হবে। স্ত্রী সহবাসের জন্য কৌশল অবলম্বন করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তাকে অবশ্যই খালেছভাবে তওবা করতে হবে।

(৪৯) যে ব্যক্তি নিজেকে সংযত রাখতে পারবে, তার জন্য স্ত্রীকে চুম্বন, মাখামাখী আলিঙ্গন, স্পর্শ করা এবং বার বার তাকানো জায়েয আছে। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - রোযা থাকা অবস্থায় চুম্বন করতেন, মাখামাখী করতেন তবে তার

আত্মসংযম শক্তি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী। তবে হাদীসে বর্ণিত আছে যে;

" وَيَدَعُ زَوْجَتَهُ مِنْ أَجْلِي "

অর্থঃ " আমার সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করবে"। এই ত্যাগ করার ভাবার্থ হলো স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবে না। যে ব্যক্তি অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে যায় এবং নিজেকে সামাল দিতে পারবে না, তার জন্য চুম্বন, আলিঙ্গন, মাখামাখী ইত্যাদি করা জায়েয হবে না । কেননা উক্ত জায়েযের পথ ধরে, তার রোযাই বরবাদ হয়ে যাবে । চুমু খেতে গিয়ে, বার বার তাকিয়ে কিংবা স্পর্শ করতে গিয়ে হয়ত সহবাসে লিপ্ত হয়ে যাবে এবং রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন (হাদীসে কুদ্সীতে) বলেন ঃ

" وَيَدَعُ شَهْوَتَـــهُ مِنْ أَجْلِي "

অর্থ ঃ "আমার জন্য যৌন আকাংক্ষা পূরণকে ত্যাগ করেছে"। শরিয়তের একটা সূত্র আছে তাহলো; "যে কাজ বা বস্তু হারামের দিকে নিয়ে যাবে সে কাজও হারাম বলে গণ্য হবে"।

(৫০) সহবাসরত অবস্থায় ফজরের সময় হয়ে গেলে, তৎক্ষনাত সহবাস ত্যাগ করতে হবে এবং তার রোযা শুদ্ধ হবে । সহবাস হতে বিরত হওয়ার পরে বির্যপাত ঘটলে অথবা ফজর হওয়ার পরেও সহবাস অব্যহত রাখলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অতঃপর তওবা করে কাফ্ফারা দিতে বাধ্য থাকবে এবং ঐ রোযার বদলে ক্বাযা রোযা পালন করতে হবে।

(৫১) রোযা পালন কালে নাপাক অবস্থায় ফজর হয়ে গেলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না । ফজরের সময় হয়ে যাওয়ার পরেও নাপাক জনিত গোসল বিলম্ব করা জায়েয আছে। যেমন ঃ সহবাস জনিত

নাপাকী, স্বপ্নদোষ, হায়েয, নিফাস। তবে ফজরের নামাজের জন্য গোসল ত্বরান্বিত করা উচিত।

(৫২) রোযা পালন অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে, রোযা নষ্ট হবে না, অতএব রোযা পূর্ণ করতে হবে এটাই সর্বসম্মত ফতওয়া।

(৫৩) যে ব্যক্তি রোযার মাসে দিনের বেলায় হস্তমৈথুন করে এবং বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অথবা ইচ্ছাকৃত অন্য যে কোন উপায়ে বীর্যপাত করলো, তাকে দিনের বাকী সময় (সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত) পানাহার বর্জন করে থাকতে হবে। তওবা করতে হবে আর পরবর্তী সময় রোযার ক্বাযা করতে হবে। বীর্যপাত প্রক্রিয়া শুরু করার পর বিরত থাকলে এবং বীর্য নির্গত না হলে রোযা ক্বাযা করতে হবে না। তবে অবশ্যই তওবা করতে হবে। রোযাদারের উচিত সব ধরনের যৌন উত্তেজক পন্থা হতে দূরে থাকা। মন থেকে সব ধরনের কুচিন্তা দূর করে দেয়া। তবে বীর্য নির্গত হওয়ার আগে যে "মযী" তরল পদার্থ বের হয় তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না।

(৫৪) অনিচ্ছাকৃতভাবে যার বমি হবে তার রোযা ভঙ্গ হবে না এবং ক্বাযাও করতে হবে না। যে ইচ্ছাকৃত ভাবে বমি করবে; যেমন: গলার ভিতর আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে বা কোন দুর্গন্ধ নাকে টেনে বা খারাপ কোন কিছুর দিকে বারবার নযর করে বমি আনয়ন করবে, এই ব্যক্তিকে রোযা ক্বাযা করতে হবে। এক বার বমি করার পর পূণরায় অনিচ্ছাকৃত বমি হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পূণরায় বমি করে, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

কারো দাতের ফাঁকে আটকে থাকা সামান্য পরিমাণ খাদ্য - দানা যা আলাদা করা বা এড়ানো যায় না - অনিচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হবে না। ঐ সামান্য ক্ষুদ্র খাদ্য- দানা মুখের লালার সাথে

তুলনীয় জিনিস মনে করতে হবে। আর যদি ঐ খাদ্য - দানা বেশি হয়, সনাক্ত করা যায় এবং নিক্ষেপ করার মত হয়, তা থুথুর ন্যায় নিক্ষেপ করে ফেলে দিলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। ইচ্ছাকৃত গিলে ফেললে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

মুখে পানি নিয়ে গরগরা করে ফেলে দিলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। গলায় ভিজা ভিজা থাকলেও অসুবিধা নেই, কেননা গরগরা করলে এ রকম ভিজা ভিজা অবস্থাটা এড়ানোর উপায় নেই। কারো দন্তমূলে ক্ষত রোগ থাকলে বা মেছওয়াক করা কালে রক্ত বের হলে, রক্ত গিলে ফেলা জায়েয নয় বরং বাহিরে নিক্ষেপ করে ফেলে দিতে হবে। অনিচ্ছাকৃতভাবে গলায় প্রবেশ করলে রোযার ক্ষতি হবে না।

বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত খাদ্য দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করা মাকরুহ, কেননা স্বাদ দেখতে গিয়ে রোযাটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রয়োজনের ধরণ; যেমন ঃ ছোট বাচ্চার জন্য খাদ্য চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী হলো কিনা তা দেখা (যদি মায়ের জন্য বিকল্প কোন পথ না থাকে)। পাকানো খাদ্য বা ক্রয়ক্রীত খাদ্যের স্বাদ দেখার প্রয়োজন দেখা দিলে তা চাখা যাবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " لَابَأْسَ أَنْ يَذُوْقَ الْخَلَّ وَالشَّيْءَ يُرِيْدُ شِرَاءَهُ." (الفتاوى السعدية ، ٢٤٥)

অর্থ ঃ "সিরকা বা অন্য কোন দ্রব্য খরিদ করার সময় স্বাদ দেখা / গ্রহণ করায় কোন ক্ষতি নেই"।

(৫৫) রোযার সময়ও দিনের বেলা সব সময় মেছওয়াক করা সুন্নাত। মেছওয়াক ভিজা হলেও অসুবিধা নেই।

(৫৬) অনিচ্ছাকৃতভাবে ক্ষত হলে, নাক দিয়ে রক্ত বের হলে, কাশির সাথে গলা দিয়ে রক্ত বের হলে অথবা গলার মধ্যে পানি প্রবেশ করলে বা তৈল - পেট্রোল প্রবেশ করলে ইত্যাদি অবস্থায় রোযা ভঙ্গ হবে না । অনিচ্ছাকৃত ভাবে ধুলা - মাটি, ধোঁয়া, মাছি ইত্যাদি পেটের মধ্যে প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হবে না । মুখের মধ্যে জমাকৃত থুথু - লালা গিলে ফেললেও রোযা ভঙ্গ হবে না । চোখের পানি গলায় চলে গেলে, মাথায় - গায়ে তেল মাখলে এবং আতর সুগন্ধি ব্যবহার করলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না । দাতের মাজন, পেষ্ট ইত্যাদি দিনের বেলা ব্যবহার না করাই ভাল ।

(৫৭) রোযাদারের জন্য - সতর্কতার কাজ হল শিংগা না লাগানো । ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে যাকে শিংগা লাগানো হবে তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে, আর যে শিংগা লাগিয়ে দিবে তার রোযা ভঙ্গ হবে না ।

(৫৮) ধুমপানে রোযা ভঙ্গ হয় এবং ধুমপান হারাম । ধুমপান ত্যাগ না করে, ধুমপানের কারনে রোযা না রাখা আরো মারাত্মক গুনাহ ।

(৫৯) পানিতে ডুব দেয়া, শরীর ঠান্ডা করার জন্য গায়ে ভিজা কাপড় জড়িয়ে রাখা এবং প্রচন্ড গরমে পিপাসায় কাতর হয়ে মাথায় পানি ঢালায় কোন দোষ হবে না । সাতার কাটাতে গিয়ে রোযা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সাতার কাটা ঠিক হবে না । যে ডুবুরির কাজ করবে বা যার কাজ পানির মধ্যে সে সতর্ক থাকবে যেন পানি তার পেটের ভিতর প্রবেশ না করে ।

(৬০) রাত পোহায় নাই বা ফজরের সময় (সকাল) হয় নাই মনে করে, পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করার পর জানা গেল যে, সকাল (ফজর) হয়ে গেছে, তাতে ঐ ব্যক্তির রোযার কোন ক্ষতি হবে না ।

কেননা কুরআনের আয়াত অনুযায়ী সকাল স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত পানাহার, সহবাস মুবাহ (বৈধ)। ইহা ছাড়া সহীহ সনদে ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন ঃ

"قَالَ: أَحَلَّ اللهُ لَكَ الأَكْلَ وَالشُّرْبَ مَاشَكَكْتَ "

অর্থ ঃ "সন্দেহ দূর না হওয়া পর্যন্ত, আল্লাহ তোমার জন্য খাওয়া - দাওয়া হালাল বা বৈধ রেখেছেন"।

(৬১) সূর্য ডুবেনি অথচ সূর্য ডুবে গেছে ধারণা করে কেউ যদি ইফতার করে ফেলে, অধিকাংশ আলেমদের মত হলো উক্ত রোযার ক্বাযা করতে হবে ; কেননা দিবস অবশিষ্ট থাকাটাই হলো মূল ও আসল । আর সূত্র হলো, "সন্দেহের দ্বারা নিশ্চিত ও মূল কিছু অকার্যকর ও দূরীভূত হয় না" । ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য হলো ঃ ঐ ব্যক্তিকে ক্বাযা আদায় করতে হবে না ।

(৬২) কেউ যদি মনের ভুলে কিছু খায় বা পান করে এবং মুখের ভিতর খাদ্য - পানীয় থাকাবস্থায় রোযার কথা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে, উক্ত খাদ্য দ্রব্য বাহির করে ফেলে দেয়, তাহলে তার রোযা শুদ্ধ হবে ।

নারীদের সিয়ামের কিছু হুকুম - আহকাম ঃ

(৬৩) কেউ যদি বালেগ হয়েও লজ্জার কারণে সিয়াম পালন না করে থাকে, তাহলে তাকে খালেছভাবে তওবা করতে হবে এবং না রাখা রোযা গুলোর ক্বাযা পালন ও প্রতি দিনের বদলে একজন করে মিসকীন খাওয়াতে হবে। আল্লাহর হুকুম পালনে লজ্জা করা ঠিক নয় । আনুরুপ লজ্জার কারণে হায়েয - নিফাস অবস্থায় রোযা পালন কারিনীকেও পরবর্তীতে ক্বাযা করতে হবে ।

(৬৪) কোন স্ত্রী লোক স্বামীর উপস্থিতিতে ফরয রোযা ব্যতীত অন্য কোন রোযা পালন করবে না । তবে স্বামীর অনুমতি নিয়ে পালন করা যাবে ।
(৬৫) সন্ধ্যা বা রাতে হায়েয - নিফাস বন্ধ হয়ে গেলে রাতেই রোযার নিয়্যত করতে হবে । গোসল করার আগেই ফজরের সময় (সকাল) হয়ে গেলেও রোযা শুদ্ধ হবে ।
(৬৬) নিয়ম অনুযায়ী আগামী ভোরে ঋতুস্রাব হবে জানা থাকলেও, স্রাব না দেখা পর্যন্ত নিয়্যতসহ রোযা অব্যাহত রাখতে হবে । ঋতুস্রাব দেখার পরই রোযা ভঙ্গ করা যাবে ।
(৬৭) কারো ঋতুস্রাব দেখা দিলে তা স্বাভাবিকভাবে শেষ হতে দেয়া উচিত । আল্লাহর সৃষ্টি ধারাকে পরিবর্তন না করে আল্লাহর দেয়া নিয়ম সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ ও তাঁর আদেশের প্রতি দ্ব্যর্থহীন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সকলের কর্তব্য । অতএব কৃত্রিম উপায়ে স্বাভাবিক ঋতুস্রাব বন্ধ করা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয় । কেননা ইসলামী শরীয়তে, রোযার সময় ঋতুস্রাব জনিত ভঙ্গ করা রোযাগুলো পরবর্তী সময়ে ক্বাযা পালন করার স্পষ্ট বিধান আছে । মহানবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর সহধর্মীনিগণ সকলেই ঋতুস্রাব হলে পরবর্তী সময়ে রোযা গুলোর ক্বাযা করতেন । তবে কেউ যদি কৃত্রিম উপায়ে স্রাব বন্ধ করে পবিত্র হয়ে রোযা পালন করে, তাদের রোযা আদায়ও শুদ্ধ হবে ।
(৬৮) চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার আগে নিফাস যেদিন বন্ধ হবে সেদিন থেকেই রোযা পালন এবং (গোসল করে) নামায শুরু করতে হবে । চল্লিশ দিন পরেও নিফাসের রক্ত দেখা দিলে, ইহা নিফাস বলে গন্য হবে না । অতএব রোযা - নামায শুরু করতে হবে । তবে হায়েযের (ঋতুস্রাবের) নির্দিষ্ট সময়ের সাথে

নিফাসের সময় সংযুক্ত হলে ইহাকে হায়েয (ঋতুস্রাব) মনে করতে হবে ।

গর্ভপাত ও নিফাস ঃ (১) গর্ভস্থিত সন্তানের শারীরিক কাঠামোতে হাত, পা, মাথা ইত্যাদি কোন একটি অংগ প্রত্যংগ গঠিত হওয়ার পর গর্ভপাত হলে; গর্ভপাতের পর নিফাস মনে করতে হবে এবং রোযা রাখবে না । (২) গর্ভস্থিত সন্তানের কোন অংগ প্রত্যংগ গঠিত হওয়ার পূর্বে গর্ভপাত হলে, গর্ভপাত পরবর্তী স্রাব নিফাস বলে গণ্য হবে না, বরং মোস্তাহাযাহ বলে গণ্য হবে । আর এ ক্ষেত্রে সক্ষম হলে রোযা পালন করতে হবে । হায়েয - নিফাস ব্যতীত রক্তস্রাবে রোযার কোন ক্ষতি হবে না । নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট মেয়াদের ঋতুস্রাব ব্যতীত'' "ইস্তেহাযাহ '' কালীন রোযা সহীহ - শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই ।

(৬৯) গর্ভবতী ও স্তন্যদায়িনী নারী রোযা ভাঙ্গতে পারবে । যদি রোযা পালনে তার নিজের অথবা শিশু সন্তানের ক্ষতি বা জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা থাকে । পরবর্তী কালে তাকে একদিনের বদলে একদিন ঐ রোযা ক্বাযা পালন করতে হবে । মহানবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - বলেছেন ঃ

" إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَعَـــنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ " (رواه الترمذي)

"আল্লাহ মুসাফিরদের জন্য রোযা (স্থগিত) এবং নামাযের অংশ বিশেষে ছাড় দিয়েছেন, আর গর্ভবতী ও স্তন্যদায়িনীর জন্য রোযা পালনের বাধ্য বাধকতা শিথিল করেছেন '' । অর্থাৎ পরবর্তীতে করতে আদায় হবে ।

(৭০) যে স্ত্রী লোকের উপর রোযা ফরয হয়েছে, তার সম্মতিতে রমাযান দিবসে স্বামী - স্ত্রীতে যৌনকার্য সংঘটিত হলে, উভয়ের উপর একই হুকুম কার্যকরী হবে (ক্বাযা করতে হবে ও কাফ্ফারা দিতে হবে) । আর স্বামী যদি জোর করে সহবাস করে তাহলে স্ত্রী শুধু ক্বাযা আদায় করবে, কাফ্ফারা দিতে হবে না । তবে স্বামীকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। যে সব পুরুষ লোক নিজেদেরকে সংযত রাখতে পারে না, তাদের স্ত্রীদের উচিত দূরে দূরে থাকা এবং রমাযান দিবসে সাজ - গোজ না করা ।

শেষ কথা ঃ

সিয়ামের মাসয়ালা - মাসায়েল সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হলো । আল্লাহর কাছে প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে উত্তমভাবে তাঁর ইবাদত, যিকির ও শুকরিয়া আদায় করার তৌফিক দান করেন । আল্লাহ যেন এই মাসে আমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রান দেন। নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - তাঁর পরিবার বর্গ এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক ।

বিঃ দ্রঃ সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করার লক্ষ্যে কিছু মাসয়ালা - মাসায়েল বাদ দেয়া হয়েছে এবং সব হাদীসগ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়নি ।